বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ

তানহি খান তানহা

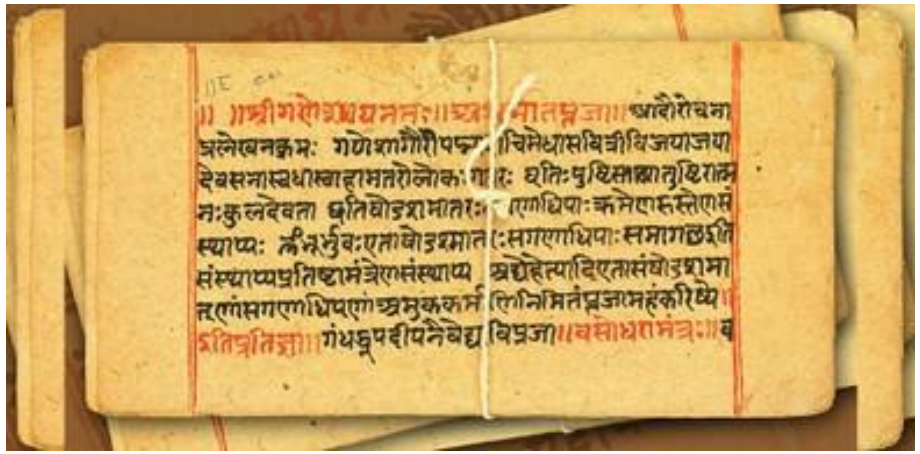

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

সাহিত্য

প্রাচীন যুগ

মধ্যযুগ

আধুনিক যুগ (১৮০০ - বর্তমান পর্যন্ত)

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

সাহিত্যকর্মের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে সাহিত্যের ইতিহাসে যুগবিভাগ করা হয়। বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ নির্ধারিত হয়েছে প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা হয়-

- প্রাচীন যুগ: ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- মধ্যযুগ: ১২০১-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- আধুনিক যুগ: ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল।

P2A

প্রাচীন যুগ

এ যুগের একমাত্র লিখিত নিদর্শন **চর্যাপদ**।

৬৫০ - ১২০০

চর্যাপদ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের

সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন

চর্যাপদ

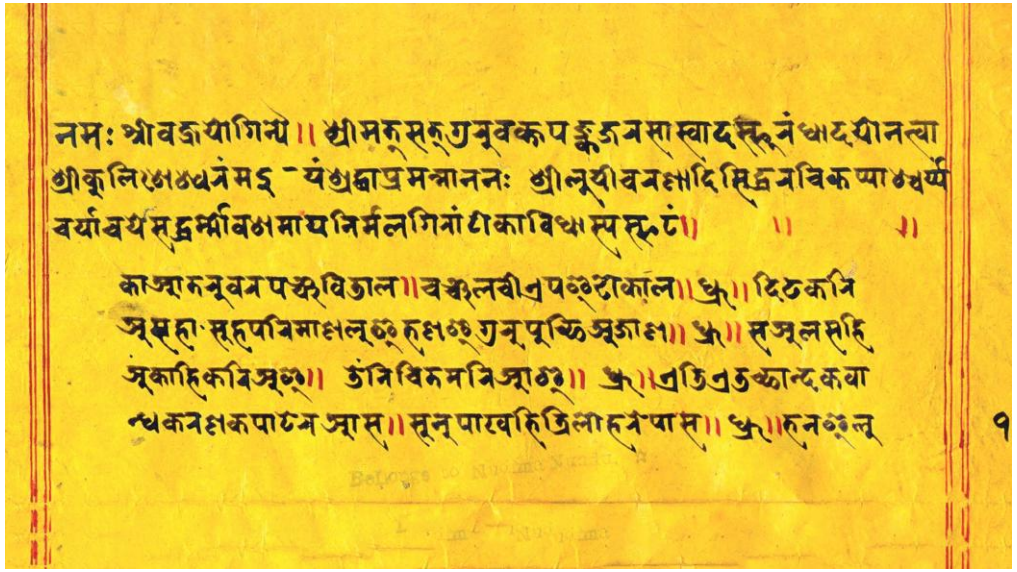

প্রাচীন যুগের সাহিত্যের অলিখিত নিদর্শনগুলো হলো

- ছড়া ✓
- রূপকথা ✓
- প্রবাদ ✓

প্রাচীন যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

ধর্মনির্ভরতা ও

গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা

ধর্মমত

চর্যাপদ হলো বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন সংগীত।

চর্যাপদ

চর্যাপদ মূলত কতগুলো পদ বা কবিতা বা গানের সংকলন। তখনকার সময়ে কবিতা পড়া হতো না। কবিতা গানের মত করে গাওয়া হতো। তাই অনেকেই একে গানের সংকলন বলে থাকেন।

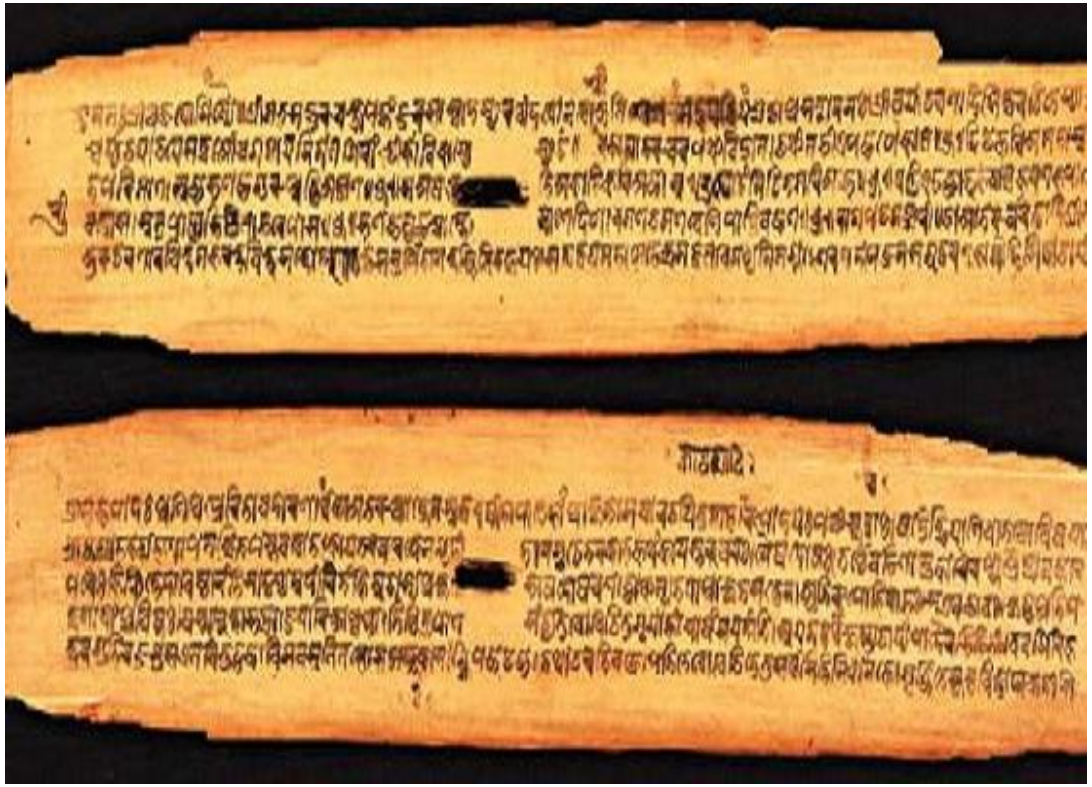

সহজিয়া

- চর্যাপদে বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনতত্ত্ব বিবৃত হয়েছে।

- সহজিয়া একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়, যারা সহজপথে সাধনা করে।

- এই সহজযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধনার সংগীত হলো চর্যাপদ। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাদের ধর্মীয় রীতিনীতির নিগূঢ় রহস্য চর্যাপদে রূপায়ণ করেছেন।

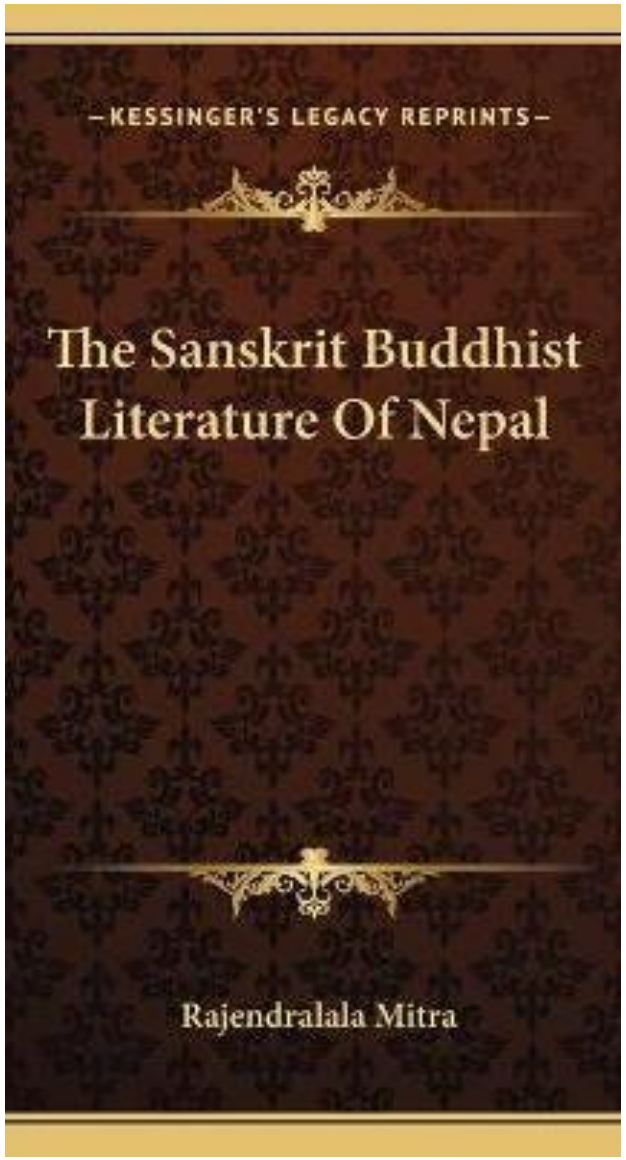

Sanskrit Buddhist Literature in Nepal

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৮২ সালে নেপালে প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধপুথির একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকাটির নাম ছিল- **Sanskrit Buddhist Literature in Nepal**

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

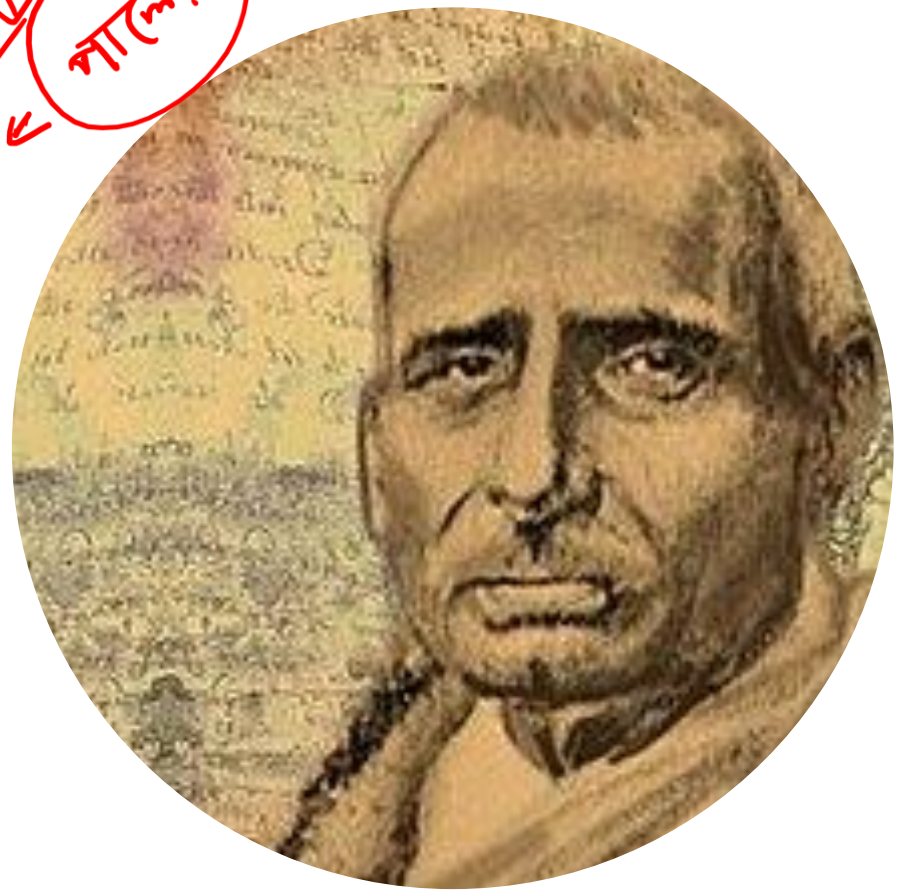

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (২৬.৭.১৮৯১) মৃত্যুর পর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বাংলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যা অঞ্চলের পুথি সংগ্রহের দায়িত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)'র উপর।

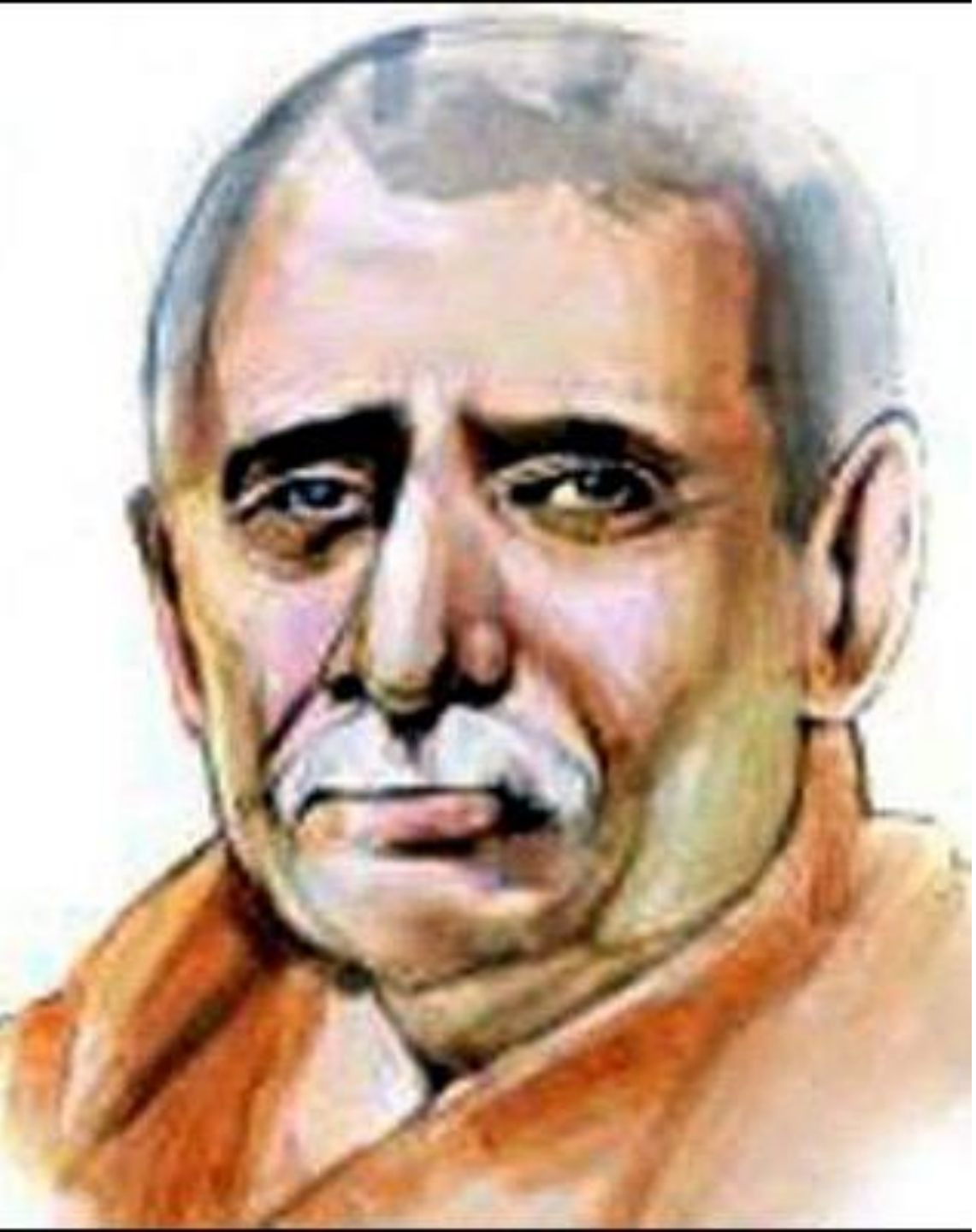

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি ছিল **মহামহোপাধ্যায়**।

অনুসন্ধিৎসু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচীন বাংলার পুথির খোঁজে দুইবার নেপালে নেপাল যান ১৮৯৭, ১৮৯৮ সালে।

তৃতীয় বার নেপাল যান ১৯০৭ সালে।

১৯০৭

১৯০৭ সালে নেপাল ভ্রমণের সময় তিনি **নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগারে** কিছু নতুন পুথির সন্ধান পান।

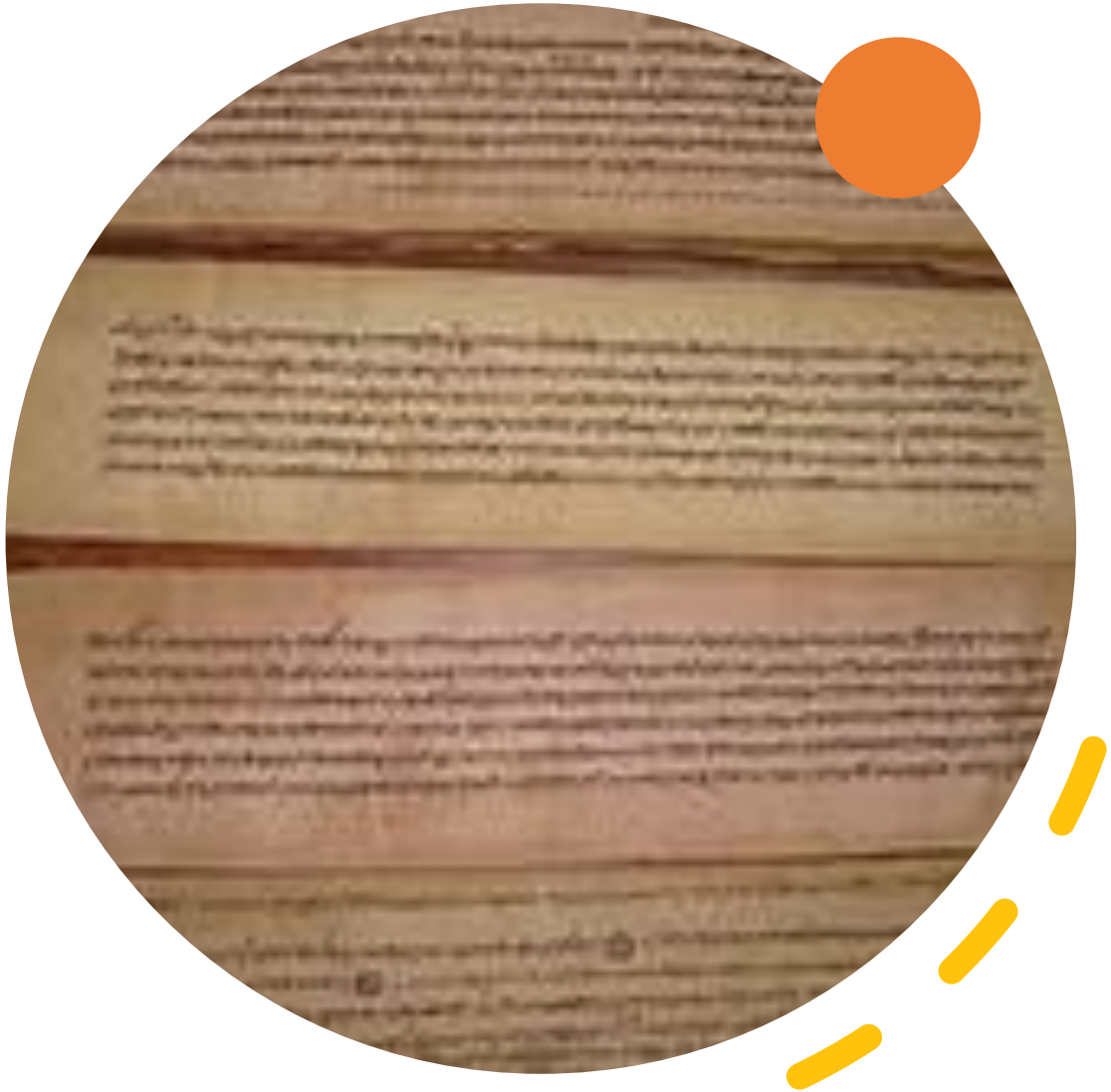

পুথিগুলো হলো

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়

সরহপাদের দোহা

কৃষ্ণপাদের দোহা

ডাকার্ণব পুঁথি।

‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'

ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদনায় আবিষ্কৃত পুথিগুলো একত্রে **‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা'** নামে সম্পাদকীয় ভূমিকাসহ **১৯১৬** সালে **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ** থেকে প্রকাশিত হয়।

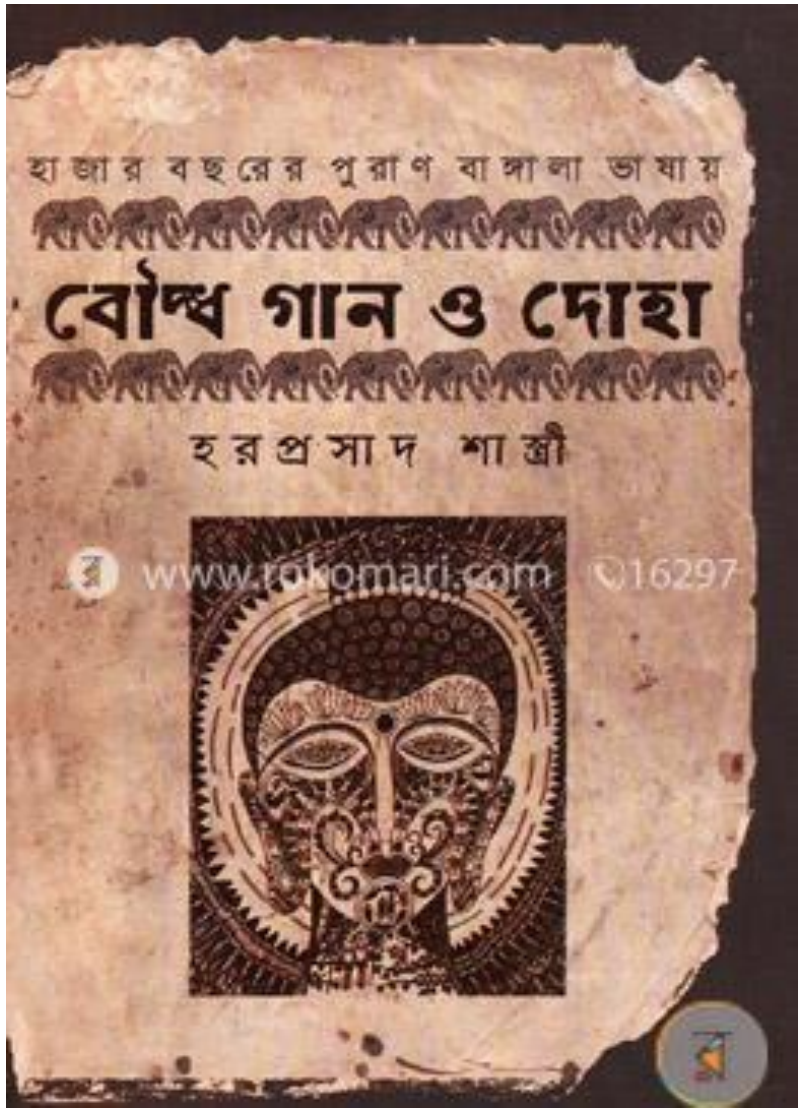

দোঁহা: ‘প্রাচীন বাংলার অপভ্রংশ ও মধ্যযুগের হিন্দিতে রচিত দুই চরণ বিশিষ্ট পদ’

চর্যাপদের নামকরণ নিয়ে নানা মত

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত পুথিটি মূল পুথি নয়, মূল পুথির নকলমাত্র এবং মূল পুথিটি যেহেতু এপর্যন্ত অনাবিষ্কৃত, সেই কারণে পরবর্তীকালে চর্যা-পদাবলির প্রকৃত নাম নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

চর্যাপদের নামকরণ নিয়ে নানা মত

- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে : 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'।
- নেপালের প্রাপ্ত পুথিতে নাম : 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'

  এখানে চর্য্য : যা আচরণীয়, অচর্য্য : যা আচরণীয় নয়। বিনিশ্চয় : নিশ্চিতভাবে জানা।
- ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে : 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়'। (ড. সুকুমার সেন এ মত সমর্থন করেছেন)
- তিব্বতি অনুবাদের নাম : 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'।

সন্ধ্যা ভাষা

চর্যাপদগুলোর ভিতরে রয়েছে নানা ধরনের দুর্বোধ্য ভাব। **এর আক্ষরিক অর্থের সাথে ভাবগত অর্থের ব্যাপক ব্যবধান আছে**। ফলে এই পদগুলোতে বুঝা-না-বুঝার দ্বন্দ্ব রয়ে যায়। সেই কারণে চর্যায় ব্যবহৃত **ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন সন্ধ্যাভাষা।**

সান্ধ্যভাষা/সন্ধ্যাভাষা

- যে ভাষা নির্দিষ্ট কোন রূপ পায়নি, যে ভাষার অর্থ একাধিক অর্থাৎ আলো-আঁধারের মতো সে ভাষাকে পণ্ডিতগণ সন্ধ্যা বা সান্ধ্যা ভাষা বলেন। এ ধরনের ভাষারীতিতে শব্দের দুটি অর্থ থাকে।

- **একটি সাধারণ অর্থ**
- **অন্যটি নিগুঢ় অর্থ।**

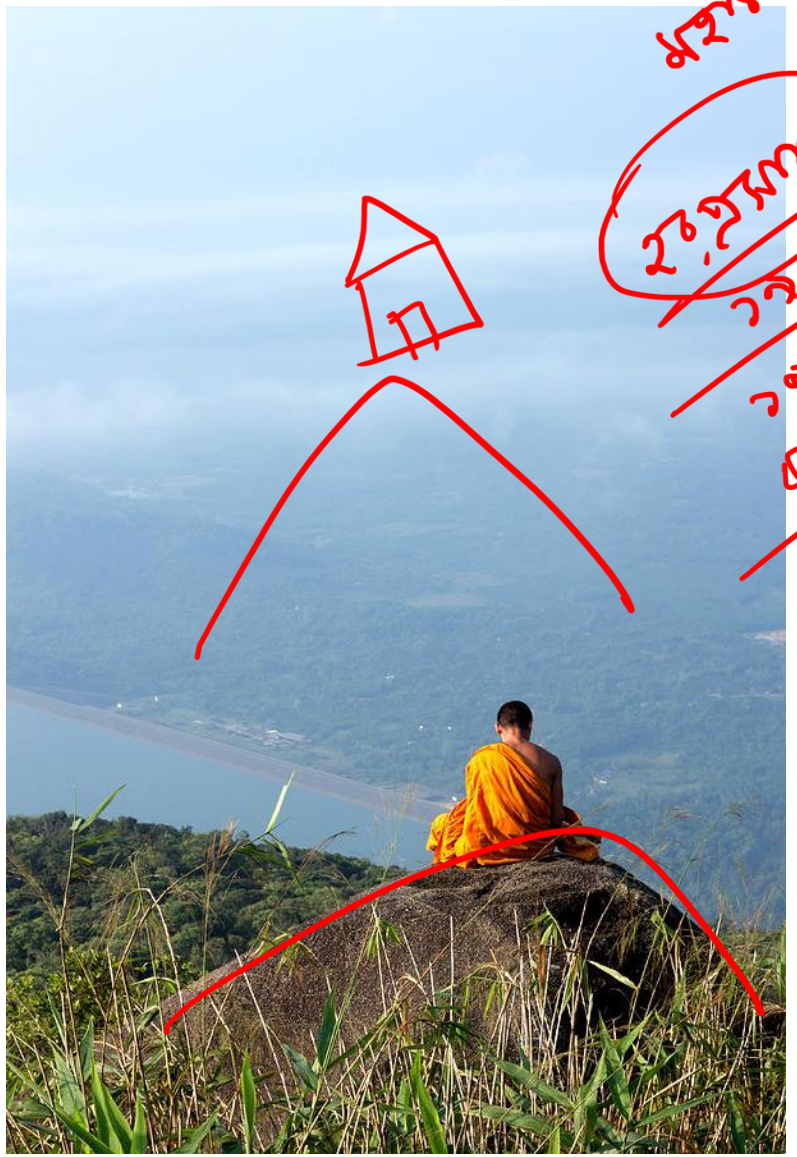

‘টালত ঘর মোর নাহি পরিবেষী।

হাঁড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।’ -ঢেণ্ঢনপা

আপাত দৃষ্টিতে এর অর্থ **‘পাহাড়ের টিলায় আমার ঘর কোনো প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, কিন্তু নিত্যই অতিথি আসে’**

এটি প্রতীকী। আর এই প্রতীকের মাধ্যমে তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

টিলার উপরে আমার ঘর, কোনো প্রতিবেশী নেই - অর্থাৎ **চেতনার শীর্ষদেশে উঠেছি, এখন আমার চারদিকের মায়ার জগৎ আর নেই, সংসার চেতনা ও বিনাশ পেয়েছে।**

এভাবে পদগুলোতে সন্ধ্যাভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে সাধকগণ তাদের সাধনকথা ফুটিয়ে তুলেছেন।

চর্যাপদের ভাষা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে বাংলা বলে দাবি করলে **বিজয় চন্দ্র মজুমদার** এই ব্যাপারে আপত্তি জানান। বিজয়চন্দ্র মজুমদার চর্যার ভাষায় **হিন্দি বৈশিষ্ট্য ও উড়িয়া প্রাধান্যের কথা বলেন।**

চর্যাপদের ভাষা বাংলা নয় এ নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার **১৯২০ সালে**

History of the Bengali language গ্রন্থে।

চর্যাপদের ভাষা

চর্যাপদ যখন রচিত হয় তখন বাংলা ভাষা পুরোপুরি স্বতন্ত্র ভাষা হয়ে ওঠেনি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দাবি করেন চর্যাপদের ভাষা বাংলা, **রাহুল সাংকৃত্যায়ন দাবি করেন এর ভাষা হিন্দি;** একইভাবে বিভিন্ন ভাষার গবেষকবৃন্দ তাঁদের ভাষার সঙ্গে চর্যাপদের সম্পর্ক অন্বেষণ করেছেন এবং **চর্যাপদকে নিজেদের মাতৃভাষার আদি নমুনা হিসেবে দাবি করেছেন।**

বিভিন্ন ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন

এ কারণে প্রকাশিত হবার পর একে ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীরা তাদের নিজ নিজ ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে দাবি করেছেন।

চর্যাপদের পদগুলাতে **৫টি ভাষার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়** - বাংলা, হিন্দি, মৈথিলী, অসমীয়া ও উড়িয়া।

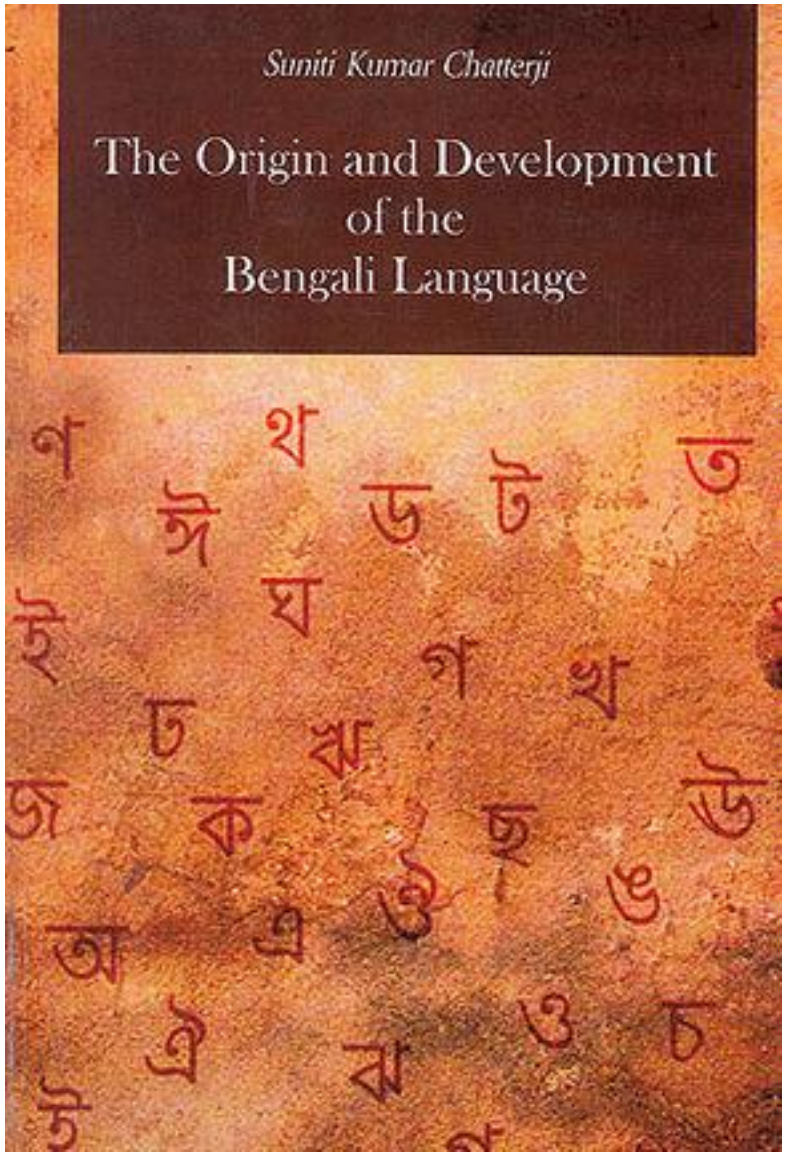

চর্যাপদের ভাষা

চর্যাপদের প্রথম ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬** সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) এ।

চর্যাপদের ভাষা

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Origin and Development of Bengali Language (ODBL) গ্রন্থে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিস্তারিতভাবে চর্যাপদের ভাষার **ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ বিচার বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষার সম্পদ।** অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী এ অভিমত সমর্থন করেন।

এছাড়াও চর্যার **কবিদের নাম, পদ্মা নদীর নামের উল্লেখ (ভুসুকুপার ৪৯নং পদে 'পউয়া খাল')** প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষারই আদি নিদর্শন।

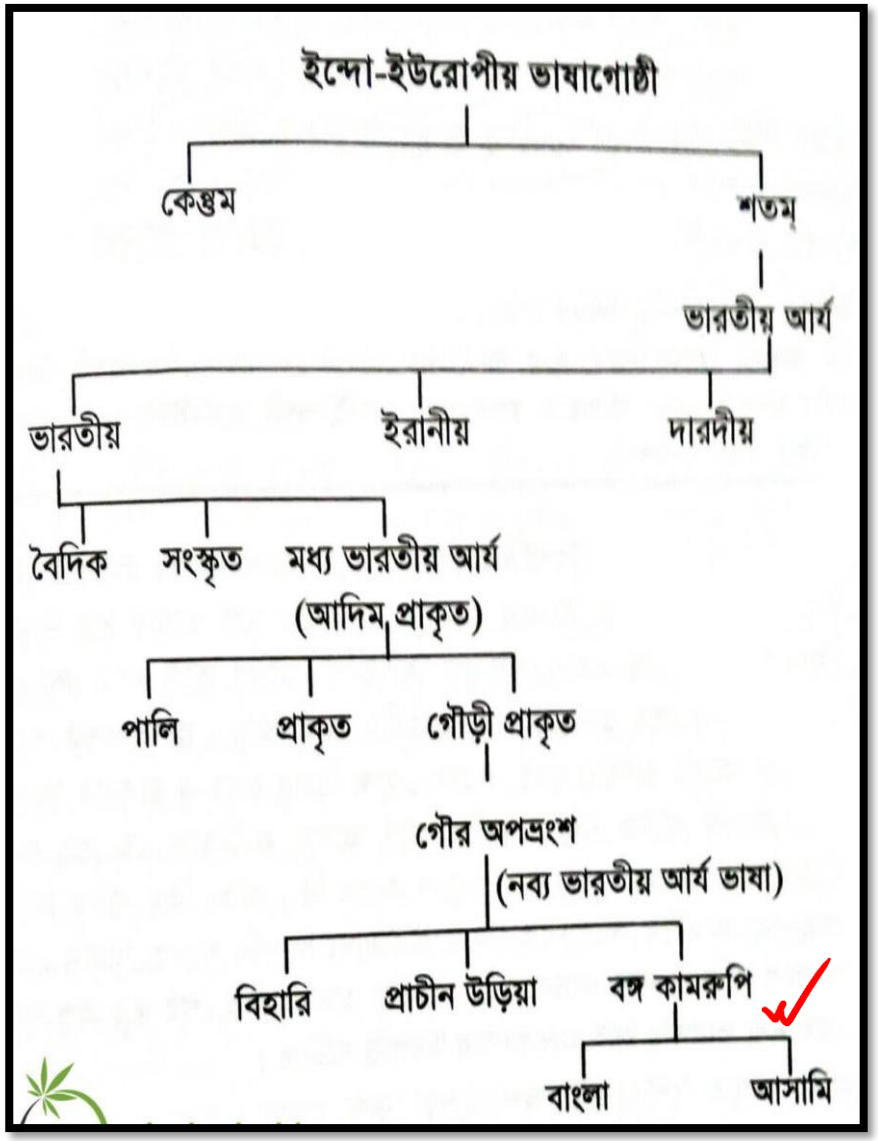

চর্যাপদের ভাষা

ড. শহীদুল্লাহর মতে

চর্যাপদের ভাষা

বঙ্গকামরূপী

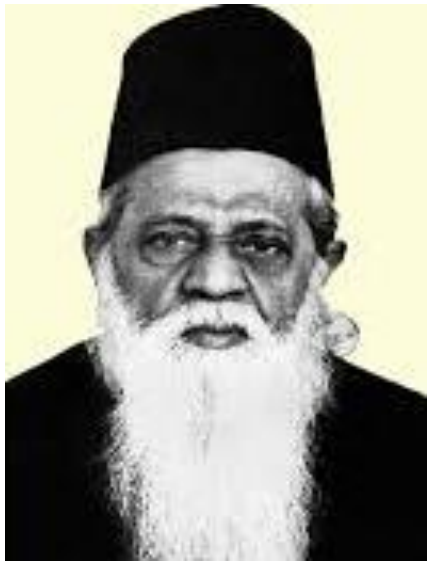

চর্যাপদ

- বাংলা সাহিত্যের **প্রাচীনযুগের একমাত্র নিদর্শন:** চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি বা চর্যাপদ।
- চর্যাপদ মূলত: **গানের সংকলন**। এর মূল বিষয়বস্তু- বৌদ্ধ ধর্ম মতে সাধনভজনের তত্ত্ব প্রকাশ।
- সাধারণত: **বৌদ্ধ সহজিয়াগণ** চর্যাগুলো রচনা করেন।
- চর্যাপদের আবিষ্কারক: **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী**। উপাধি: মহামহোপাধ্যায়।
- **নেপালের রয়েল লাইব্রেরি** থেকে, **১৯০৭** সালে চর্যাপদ আবিষ্কার করা হয়।
- **১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে** (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে চর্যাপদ আধুনিক লিপিতে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদনা করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- চর্যায় ব্যবহৃত **ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন সন্ধ্যাভাষা।**
- চর্যাপদের পদগুলাতে **৫টি ভাষার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়** - বাংলা, হিন্দি, মৈথিলী, অসমীয়া ও উড়িয়া।
- চর্যাপদের ভাষা বাংলা নয় এ নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার **১৯২০ সালে।**
- **রাহুল সাংকৃত্যায়ন দাবি করেন এর ভাষা হিন্দি।**
- চর্যাপদের প্রথম ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** **১৯২৬** সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) এ।
- ভাষার **ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ বিচার বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষার সম্পদ।**
- ড. শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের ভাষা **বঙ্গকামরূপী**

চর্যাপদের রচনাকাল

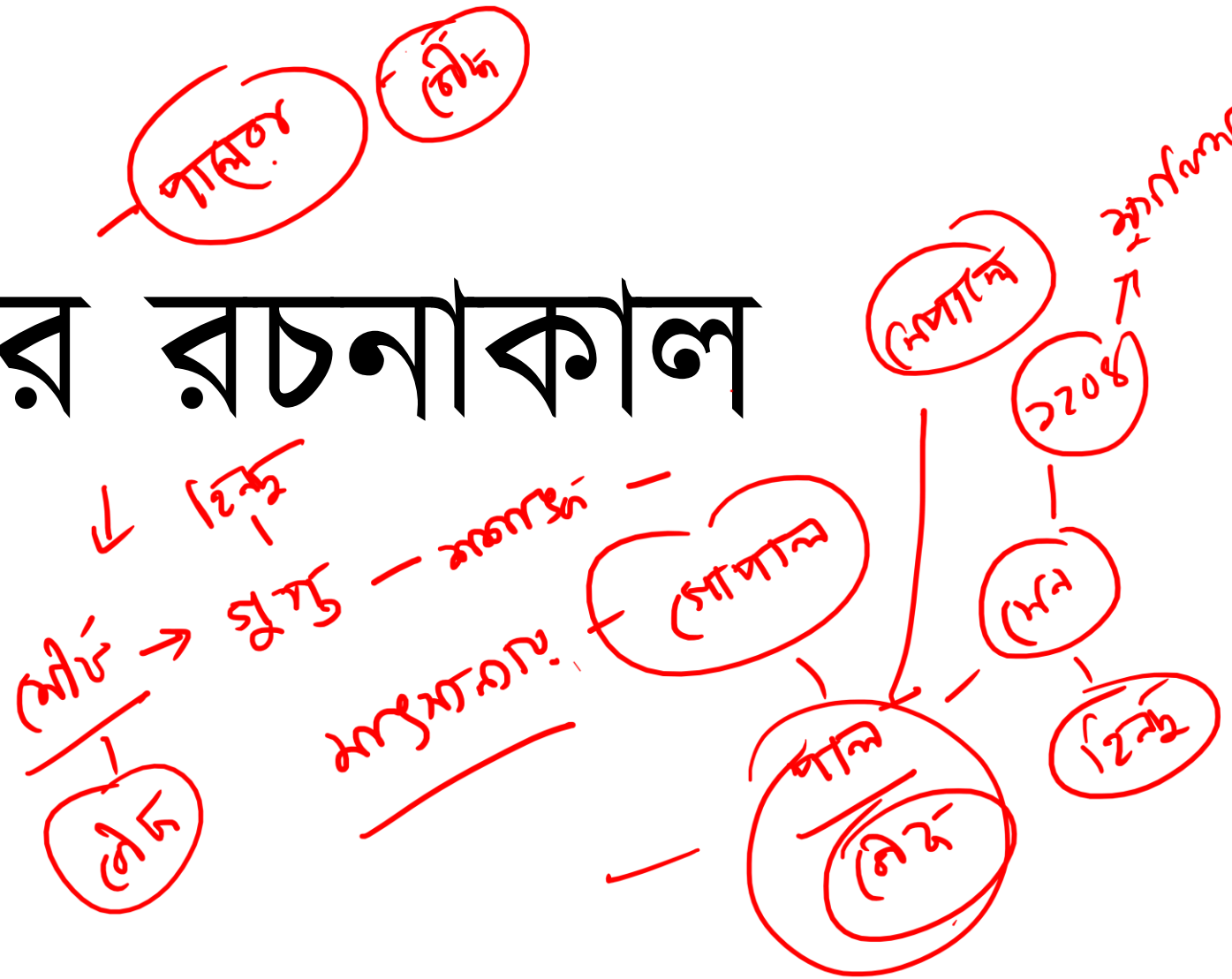

বাংলা ভাষা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন বাংলা ভাষার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছিল **৬৫০** খ্রিষ্টাব্দের দিকে

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলাভাষা বর্তমান রূপ লাভ করেছে আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর (৯৫০-১২০০) মধ্যবর্তী সময়ে।

চর্যাপদের রচনাকাল

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে চর্যাপদের রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী (৯৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ)।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে চর্যার রচনাকাল সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী (৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ)।

চর্যাপদের রচনাকাল

পাল আমলে চর্যাপদের পদগুলা লিখা শুরু হয়

এবং **সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীকাল** জুড়ে

এগুলো লিখিত হয়।

চর্যাপদ নেপালে পাওয়ার কারণ

- **বাংলার পাল বংশের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন।** তাঁদের আমলে চর্যাগীতিকাগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। পাল বংশের পরে পরেই বাংলাদেশে সেন, বর্মণ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যসংস্কার রাজধর্ম হিসেবে গৃহীত হয় এবং দেশি ভাষা বাংলার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা প্রাধান্য লাভ করে।

- পাল রাজাদের উদারপন্থী বৌদ্ধ মতবাদের পরিবর্তে **সেন রাজাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের প্রাধান্যের ফলে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়।** সেন রাজাদের প্রতাপের জন্যই বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছিল। **তাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলাদেশের বাইরে নেপালে পাওয়া গেছে।**

চর্যাগীতির পদসংখ্যা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত পুথিটিতে পূর্ণাঙ্গ পদ পাওয়া গেছে ৪৬টি।

এই গ্রন্থের ২৩ নং পদের অর্ধাংশ পাওয়া গিয়েছিল।

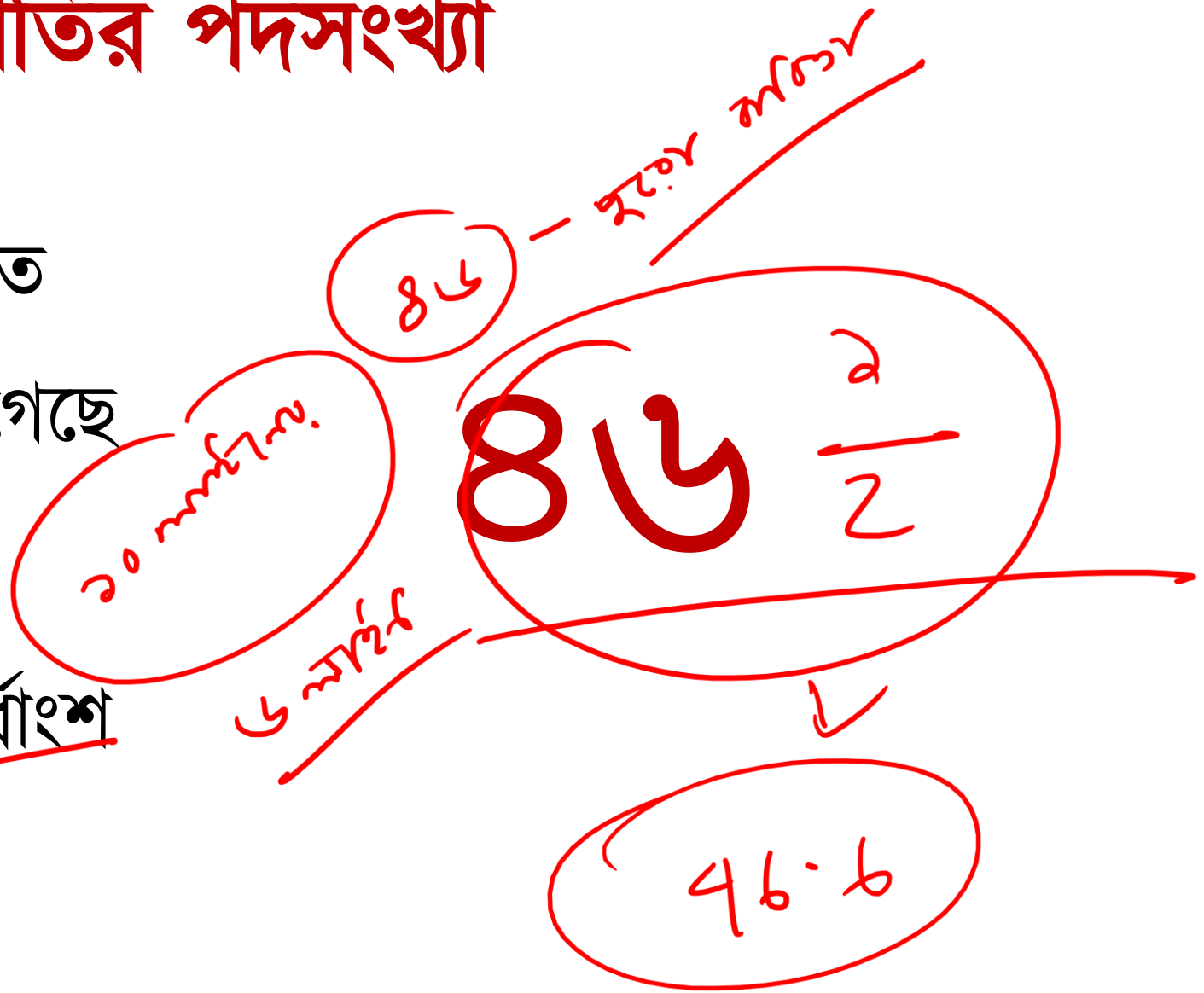

৩ টি কবিতা নষ্ট হয়ে গেছে

২৪, ২৫ এবং ৪৮ নং কবিতা।

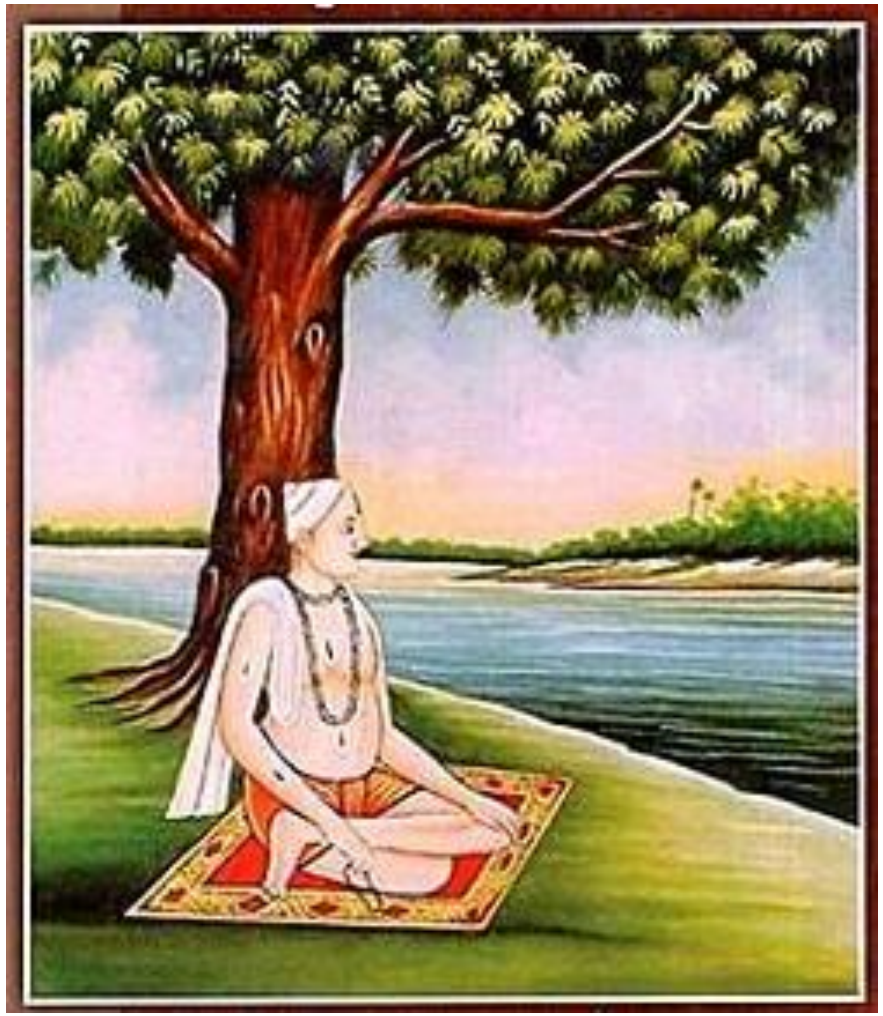

মুণিদত্ত –

এই পুথিতেই সংস্কৃত টীকা ছিল।

মুণিদত্ত **১১ নং পদ** ব্যাখ্যা করেননি।

(টীকা: ব্যাখ্যা সম্বলিত, পুস্তক, টিপ্পনী)

চর্যার পদসংখ্যা ৫০/৫১

- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে পুথিটি আবিষ্কার করেছেন তা মূল পুথি নয় বরং একটি 'নোট বই' বা 'মানে বই' বা 'গাইড বই'। পুথি সংকলনের বহু আগে গানের পুথি আর টীকার পুথি আলাদা আলাদা ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য গান আর টীকা একটি বইতে সংযুক্ত হলো। কোনো এক লিপিকর চর্যার মূল পুথি ও টীকার পুথি পাশাপাশি রেখে সেখান থেকে পদ ও টীকা সংগ্রহ করে এই লিপিটি তৈরি করেছেন। নেপালে প্রাপ্ত পুথিতে দেখা যায় ১০ নং পদের পরে লিখিত আছে,
- **"লাড়ীডোম্বীপাদানাম সুনেত্যাদি চর্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।"**

চর্যার পদসংখ্যা ৫০/৫১

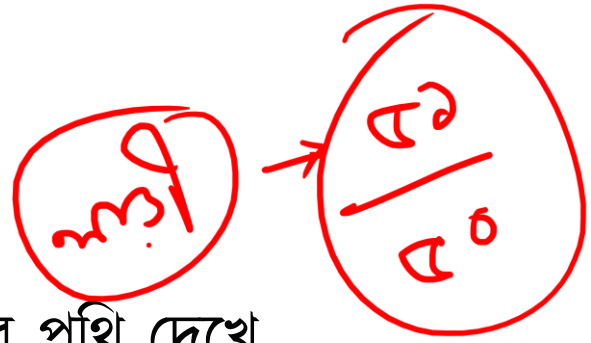

- এই কথা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে আবিষ্কৃত পুথির লিপিকর যে টীকার পুথি দেখে অনুলিপিটি তৈরি করেছিলেন সেখানে ১০ নং পদের পরের পদটির টীকা লিখা ছিলোনা। যদিও পদের পুথিটিতে ১০ নং পদের পরে লাড়ীডোম্বী পা রচিত একটি পদ ছিলো কিন্তু টীকা না থাকায় সেটি আবিষ্কৃত চর্যার পুথিতে সংযুক্ত হয়নি। এর থেকেই বোঝা যায় যে চর্যার মূল গ্রন্থে অন্তত আর একটি পদ ছিলো যার রচয়িতা লাড়ীডোম্বী পা। সে অনুসারে চর্যাপদের পদ সংখ্যা ৫১ টি।
- * **চর্যাপদের অনুলিপির লিপিকাল বার শতক বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।** নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগারে চর্যাপদের যে পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয়েছে তা বাংলা লিপিতে লেখা এবং তা বাঙালির লেখা বলে অনুমান করা হয়।

সুকুমার সেন

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস)

কবিতা ৫১ টি,

কবি ২৪ জন।

ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

(Buddhist Mystic Songs)

কবিতা ৫০টি।

কবি ২৩ জন।

চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ

- চর্যাপদ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন **কীর্তিচন্দ্র**।
- ১৯৩৮ সালে এ অনুবাদ আবিষ্কার করেন ড. **প্রবোধচন্দ্র বাগচী**।
- ২৩ নং পদের শেষাংশ এবং না-পাওয়া ৩টি পদ তিব্বতী অনুবাদ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী।

চর্যাপদের টীকার তিব্বতি অনুবাদ

- চর্যার টীকার তিব্বতি অনুবাদক হলেন **কীর্তিচন্দ্র**। তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন **ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী**। তিব্বতি অনুবাদের সম্পাদক ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী।
- হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত পুথিটি যে মূল চর্যাসংকলন (চর্যাগীতি) নয়, তা যে মূল চর্যাসহ টীকাগ্রন্থ, তা এই তিব্বতি অনুবাদ থেকেই জানা যায়।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত টীকাগ্রন্থে টীকাকারের নাম নেই। এই তিব্বতি অনুবাদ থেকেই জানা যায়, টীকাকারের নাম মুনিদত্ত।
- এই অনুবাদ থেকে জানা যায়, মূল চর্যাগীতিকোষে ১০০টি পদ ছিল। তা থেকে মুনিদত্ত ৫০টি পদ বেছে নিয়ে বর্তমান টীকাটি রচনা করেছিলেন। হরপ্রসাদ আবিষ্কৃত পুথিতে যে সাড়ে ৩টি পদ হারিয়ে হারিয়ে গেছে, এই অনুবাদ থেকেই তার ভাববস্তু জানা যায়।

চর্যাপদে কবির সংখ্যা

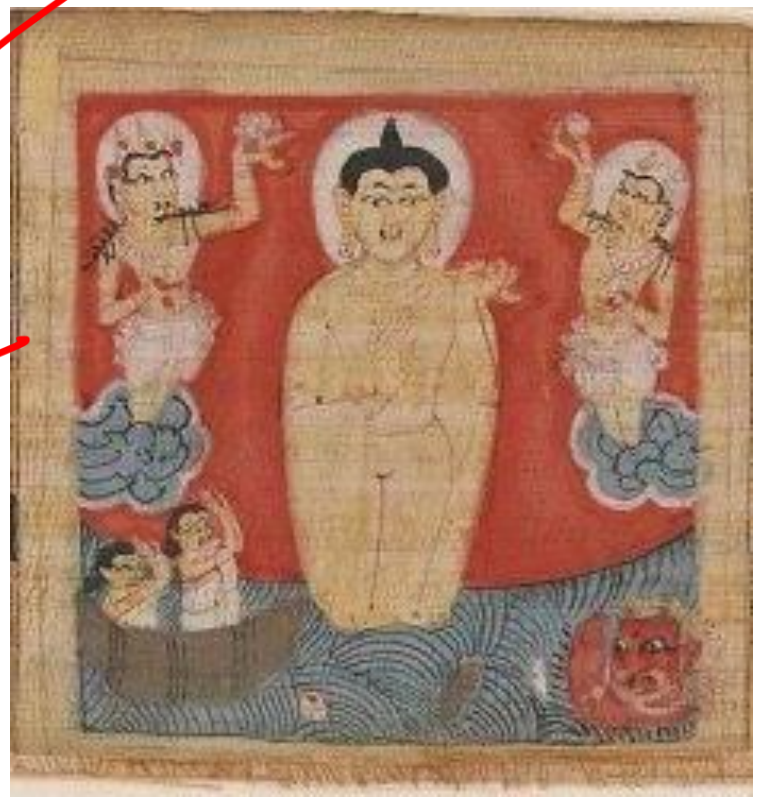

১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত চর্যাপদে পাওয়া পদের সংখ্যা ছিল সাড়ে ছেচল্লিশটি যার পদকর্তা ২২ জন। কিন্তু সংস্কৃত টীকাকার মুনিদত্তের টীকায় ২৪ জন পদকর্তার নাম পাওয়া গিয়েছিল। সেদিক থেকে ২ জনের কোন পদ পাওয়া যায় নি বলা হয়। এরা হলেন-

(১) তন্ত্রী পা

(২) লাড়ীডোম্বী পা।

কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর ১৯৩৮ সালে ডঃ প্রবোধধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের ১ টি তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন। যার মধ্যে ২৫ নং পদের পদকর্তা হিসাবে তন্ত্রী পার নাম পাওয়া গেলেও **লাড়ীডোম্বীপার কোন পদই পাওয়া যায় নি।**

চর্যাপদে কবির সংখ্যা

চর্যাপদে মোট ২৪ জন কবির নাম পাওয়া যায়

১ জন কবির পদ পাওয়া যায়নি তার নাম – লাড়ীডোম্বীপা

সেই হিসেবে পদ প্রাপ্ত কবির মোট সংখ্যা ২৩ জন

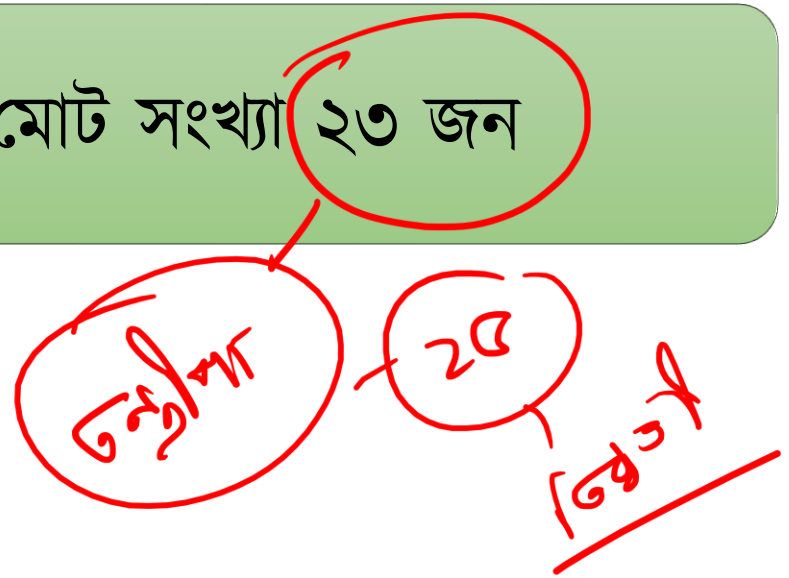

ধর্মমত

চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯২৭ সালে।

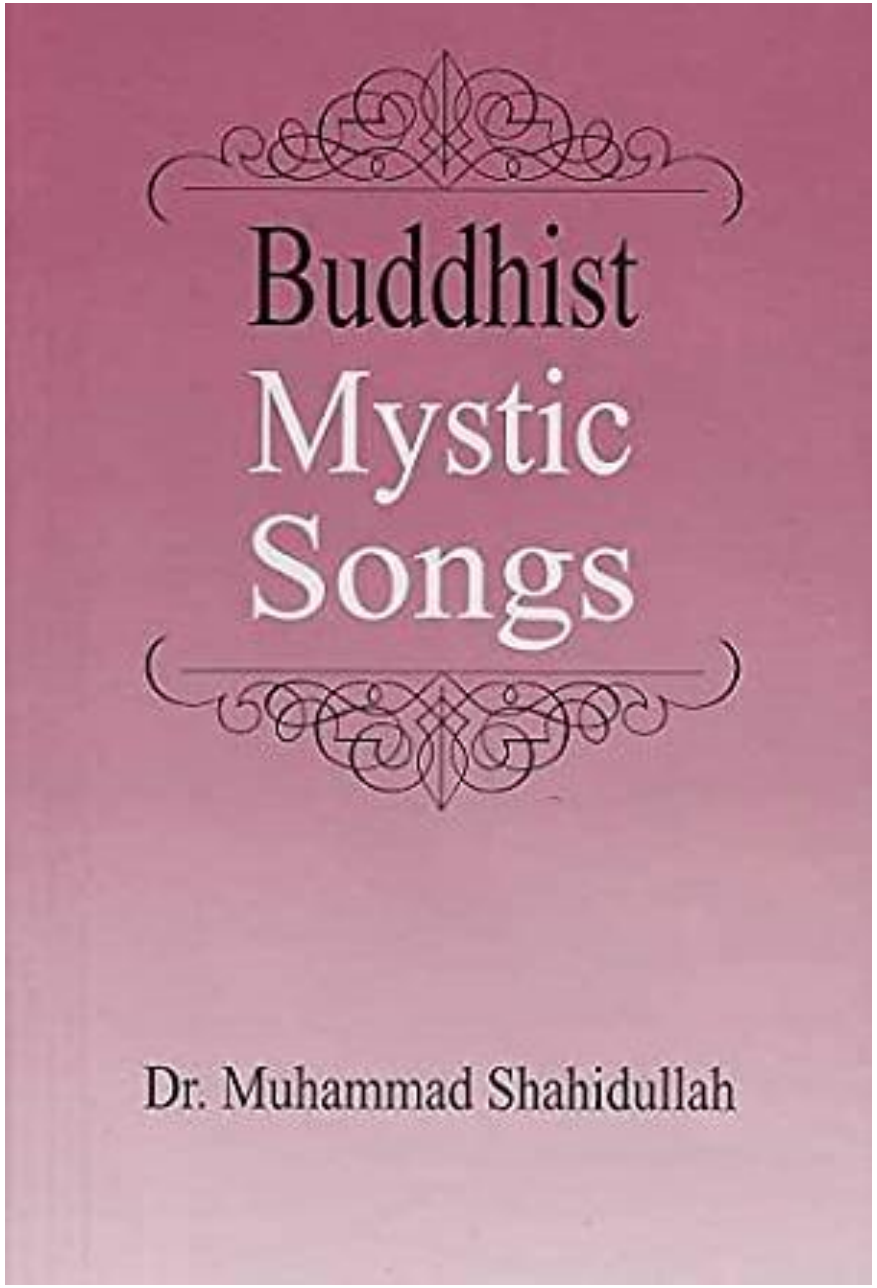

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

Buddhist Mystic Songs

প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে।

চর্যাগীতিকা

- আনোয়ার পাশা ও আবদুল হাই

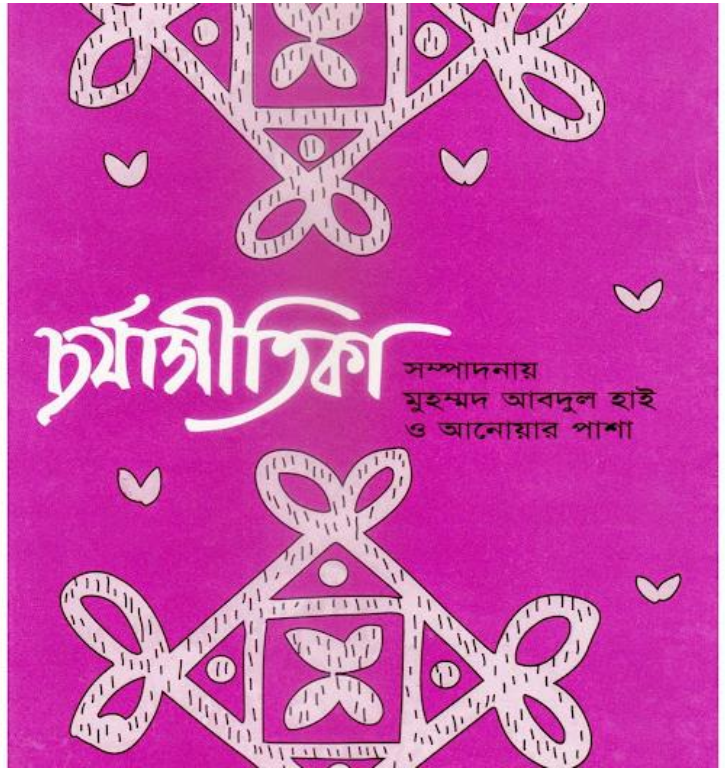

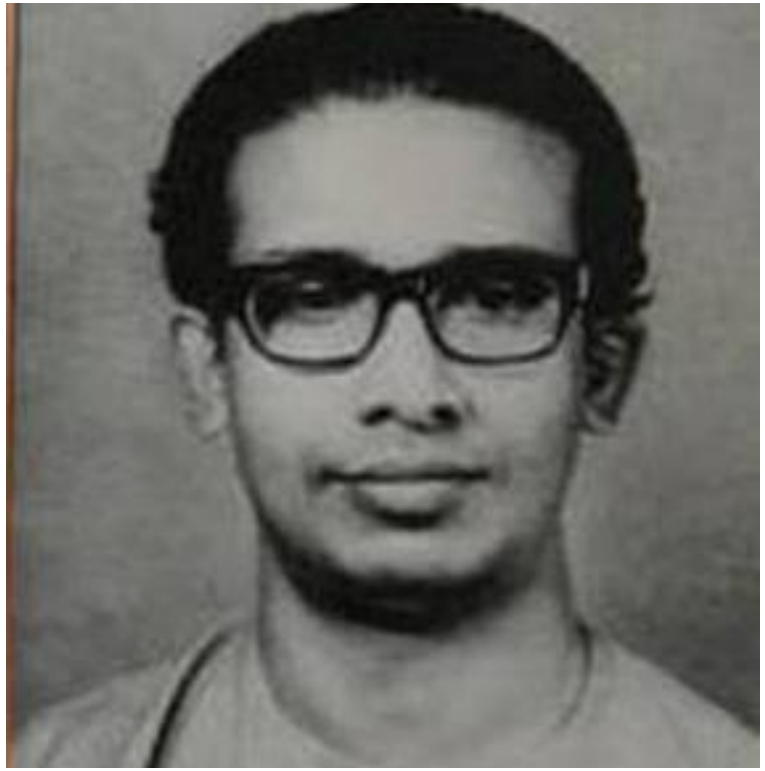

চর্যাগীতিকা

সৈয়দ আলী আহসান

কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

গ্রন্থের নাম	রচয়িতা
হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
'The Origin and Development of the Bengali Language'	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
Buddhist Mystic Songs	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ।
চর্যাগীতিকা	আনোয়ার পাশা ও আবদুল হাই ।
নতুন চর্যাপদ	সৈয়দ মুহম্মদ শাহেদ

কবিদের নাম শেষে পা দেওয়ার কারণ

পদ > পাদ > পা

পাদ > পদ > পা

পদ রচনা করেন যিনি তাদেরকে পদকর্তা বলা হত যার অর্থ সিদ্ধাচার্য / সাধক [এরা বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধক ছিলেন]

২ টি কারণে নাম শেষে পা দেওয়া হতঃ

১. পদ রচনা করতেন

২. সম্মান / গৌরবসূচক কারনে

কাহ্নপা

চর্যাপদের সবচে বেশি পদ রচনা করেছেন কাহ্নপা।

তার কবিতা ১৩ টি।

এই সংখ্যাধিক্যের পরিপেক্ষিতে তাঁকে **কবি ও সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা যায়।**

কানু পা কৃষ্ণপাদ ইত্যাদি নামেও তিনি পরিচিত। বিভিন্ন পদে কাহ্ন, কাহ্ন, কাহ্নু, কাহ্নু, কাহ্নি, কাহ্নিলা, কাফিল্য প্রভৃতি ভণিতা লক্ষ করা যায়।

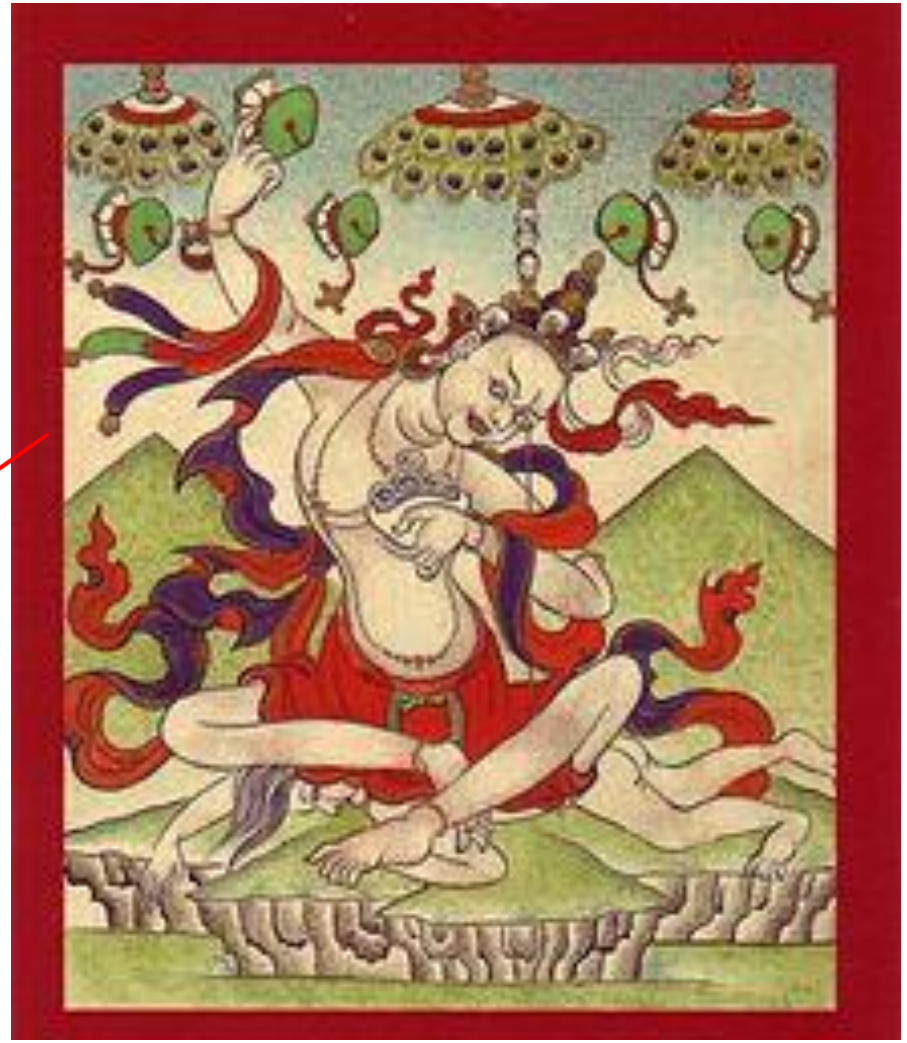

২য় সর্বোচ্চ কবিতা

চর্যাপদের ২য় সর্বোচ্চ কবিতা রচনা করেছেন ভুসুকু পা।

তার কবিতা ৮ টি।

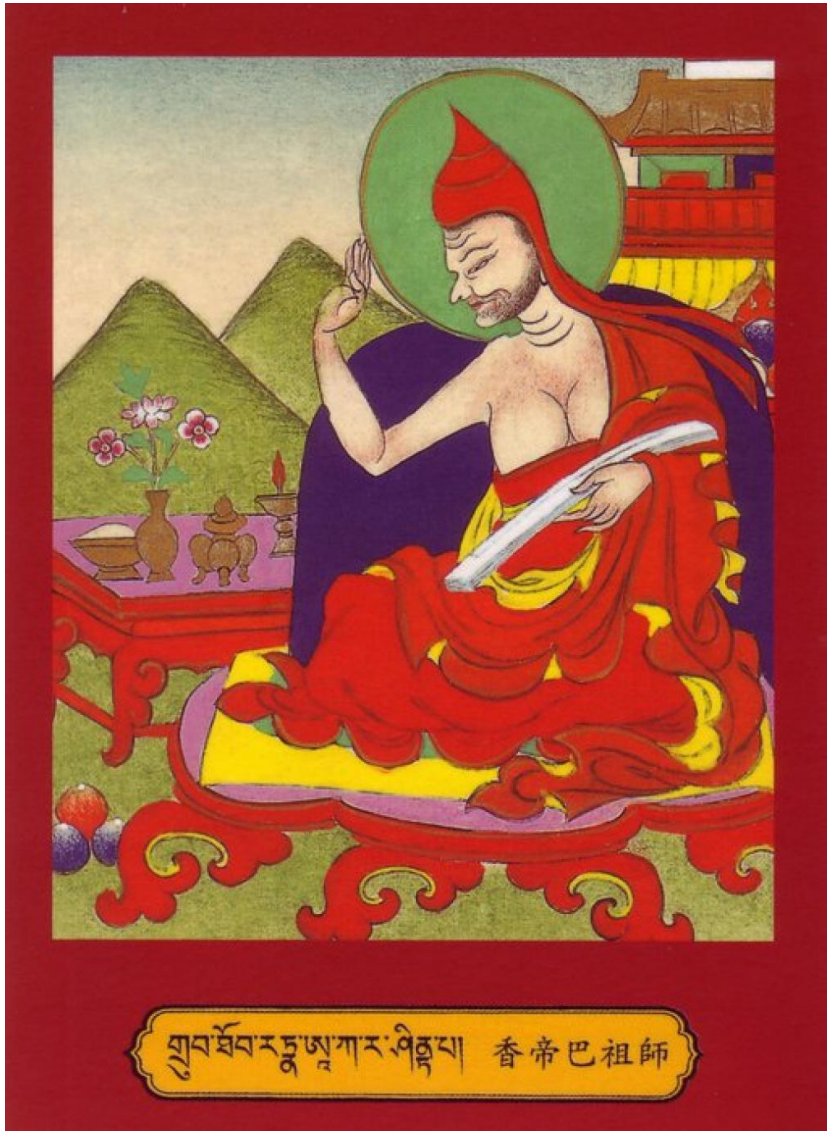

ভুসুকুপা

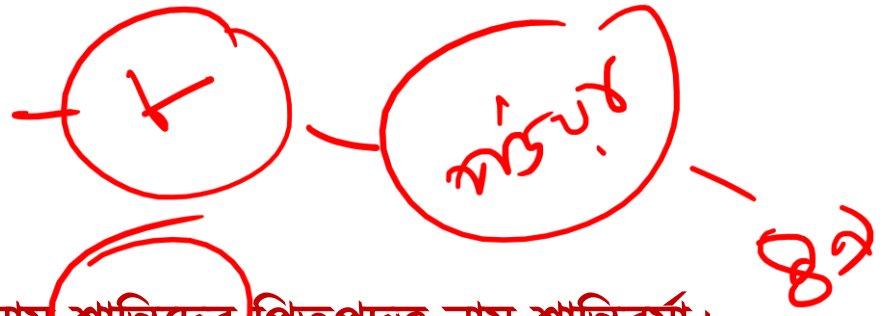

অনুমান করা হয় ভুসুকুপা পূর্ব বাংলার কবি। **তার আসল নাম শান্তিদেব পিতৃপ্রদত্ত নাম শান্তিবর্মা।**

তিনি নিজের কুটিরে সর্বক্ষণ গোপনে অধ্যয়ন করতেন বলে অন্য ভিক্ষুরা মনে করতেন, তিনি অলস, সব সময় আহার এবং নিদ্রায় সময় কাটান। এই কারণে ভিক্ষুরা তাকে ভুসুকু **(ভু=ভক্ষণ, সু=সুপ্তি, কু=কুটির)** নামে ডাকতেন।

চর্যাপদে তাঁর রচিত পদের সংখ্যা ৮টি। এগুলো হলো- ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯। তার পদগুলোতে পদ্মা (পঁউআ) খাল, বঙ্গাল দেশ ও বঙ্গালীর কথা আছে। এছাড়া একটি পদে তিনি নিজেকে বাঙালি কবি বলে দাবি করেছেন।

‘আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী ।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী ‘

এতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে তিনি বাঙালি কবি। শেষ জীবনে তিনি নালন্দায় বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে অবস্থান করেন।

ভুসুকু পা

আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী...

পদ্মা নদী

৪৯ নং পদ

বাঙালি কবি

লুইপা, শবর পা, কুক্কুরীপা, বিরুবাপা, জয়নন্দীপা এবং ভুসুকু পা

নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন ভুসুকু পা

কনিষ্ঠ কবি

চর্যাপদের ৩য় সর্বোচ্চ কবিতা রচনা করেছেন সরহ পা-৪টি

কুক্কুরী পা

চর্যাপদের ৪র্থ সর্বোচ্চ কবিতা রচনা করেছেন কুক্কুরী পা-৩টি

একমাত্র মহিলা কবি

কুক্কুরী পা

“দিবসহি বহূড়ী কাউহি ডর ভাই।

রাতি ভইলে কামরু জাই।।” (পদ- ০২)

"সে দিনের বেলায় কাকের ডাকে ভয় পায়,

কিন্তু রাতে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

কুক্কুরী পা

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জানান, অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে কুক্কুরী পা বর্তমান ছিলেন। তারানাথের মতে, সবসময় সাথে একটি কুক্কুরী রাখতেন বলে তিনি কুক্কুরী পা নামে পরিচিত হয়ে যান।
- **ড. সুকুমার সেন ধারণা পোষণ করেন যে, কুক্কুরীপার ভাষার সাথে নারীদের ভাষার মিল আছে। তাই তিনি নারীও হতে পারেন।**

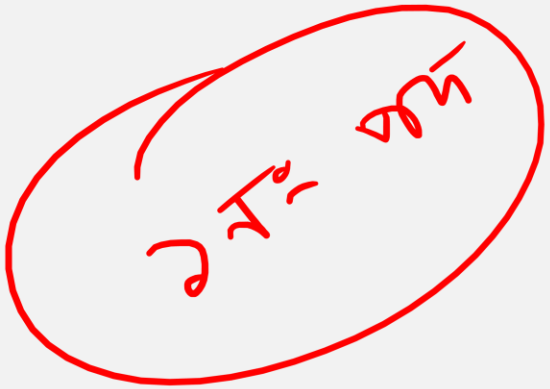

আদি কবি

লুইপা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে

প্রাচীন কবি শবর পা

সর্বোচ্চ কবিতা

চর্যাপদের সবচে বেশি পদ রচনা করেছেন কাহ্নপা- **১৩ টি।**

চর্যাপদের ২য় সর্বোচ্চ কবিতা রচনা করেছেন ভুসুকু পা -৮টি

চর্যাপদের ৩য় সর্বোচ্চ কবিতা রচনা করেছেন সরহ পা-৪টি

চর্যাপদের ৪র্থ সর্বোচ্চ কবিতা রচনা করেছেন কুক্কুরী পা-৩টি

২ টি করে কবিতা লিখেছে ৩ জন কবি।

১-লুই পা (১, ২৯)

২-শবর পা (২৮, ৫০)

৩-শান্তি পা (১৫, ২৬)

যে পদগুলো পাওয়া যায়নি সেগুলোর রচয়িতা

২৩ নং পদ- ভুসুকুপা

২৪- কাহ্নপা

২৫- তন্ত্রীপা

৪৮- কুক্কুরীপা

পদসংখ্যা কার কতটি?

পদকর্তার নাম	রচিত পদসংখ্যা	প্রাপ্ত পদসংখ্যা
কাহ্নপা	১৩টি	১২টি
ভুসুকুপা	৮টি	সাড়ে ৭টি (৭.৬)
সরহপা	৪টি	৪টি
কুক্কুরীপা	৩টি	২টি

লুইপা, শান্তিপা, শবরপা ২টি করে এবং অন্যরা ১টি করে পদ রচনা করেন

চর্যাপদের ছন্দ

চর্যাপদ **মাত্রাবৃত্ত** ছন্দে রচিত।

চর্যাপদের সমাজচিত্র

চর্যাপদে মূলত অন্ত্যজ সমাজের চিত্র লিপিকৃত হয়েছে। জাতি পরিচয়ে দেখেছি **শবর, শবরী, ছত্তাল, ডোম জাতির** কথা লিপিকৃত । তৎকালীন সমাজে জাতীভেদ প্রথা ছিল কঠোর। সমাজে উঁচু নিচু ভেদাভেদ ছিল প্রবল। অন্ত্যজ মানুষের নগরে প্রবেশের অধিকার ছিল না।

এই সব মানুষ বিচিত্র পেশাকে তাদের জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাদের **কেউ মদ বিক্রয় করে, কেউ মাঝি বৃত্তি করে, কেউ তাঁতবুনে, কেউ শিকার করে, কেউ বাঁশের চাঙ্গারি বিক্রি** করে সংসার চালাত।

৬টি প্রবাদ বাক্য

- আপণা মাংসে হরিণা বৈরী। (৬নং পদ, ভুসুকু পা) অর্থ-হরিণের মাংসই তার জন্য শত্রু।
- হাতের কাঙ্কন মা লোউ দাপন। (৩২ নং পদ, সরহপা) অর্থ- হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পন প্রয়োজন হয় না।
- হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী। (৩৩ নং পদ, ঢেণ্ডণ পা) অর্থ- হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ প্রতিদিন প্রেমিকরা এসে ভীড় করে।
- দুহিল দুধু কি বেন্টে_সামায়। (৩৩ নং পদ, ঢেণ্ডণ পা) অর্থ- দোহন করা দুধ কি বাটে প্রবেশ করানো যায়?
- বর সুন গোহালী কিমু দুঠ্য বলন্দে। (৩৯ নং পদ, সরহপা) অর্থ- দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল ।
- আন চাহন্তে আন বিনঠা। (৪৪নং পদ, কঙ্কণপা) অর্থ- অন্য চাহিতে, অন্য বিনষ্ট ।

চর্যাপদ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন

পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের কন্যা **হাসনা মওদুদ**।

অনুবাদ গ্রন্থের নাম মিস্টিক পোয়েট্রি অফ বাংলাদেশ।

এটি প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লীভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা

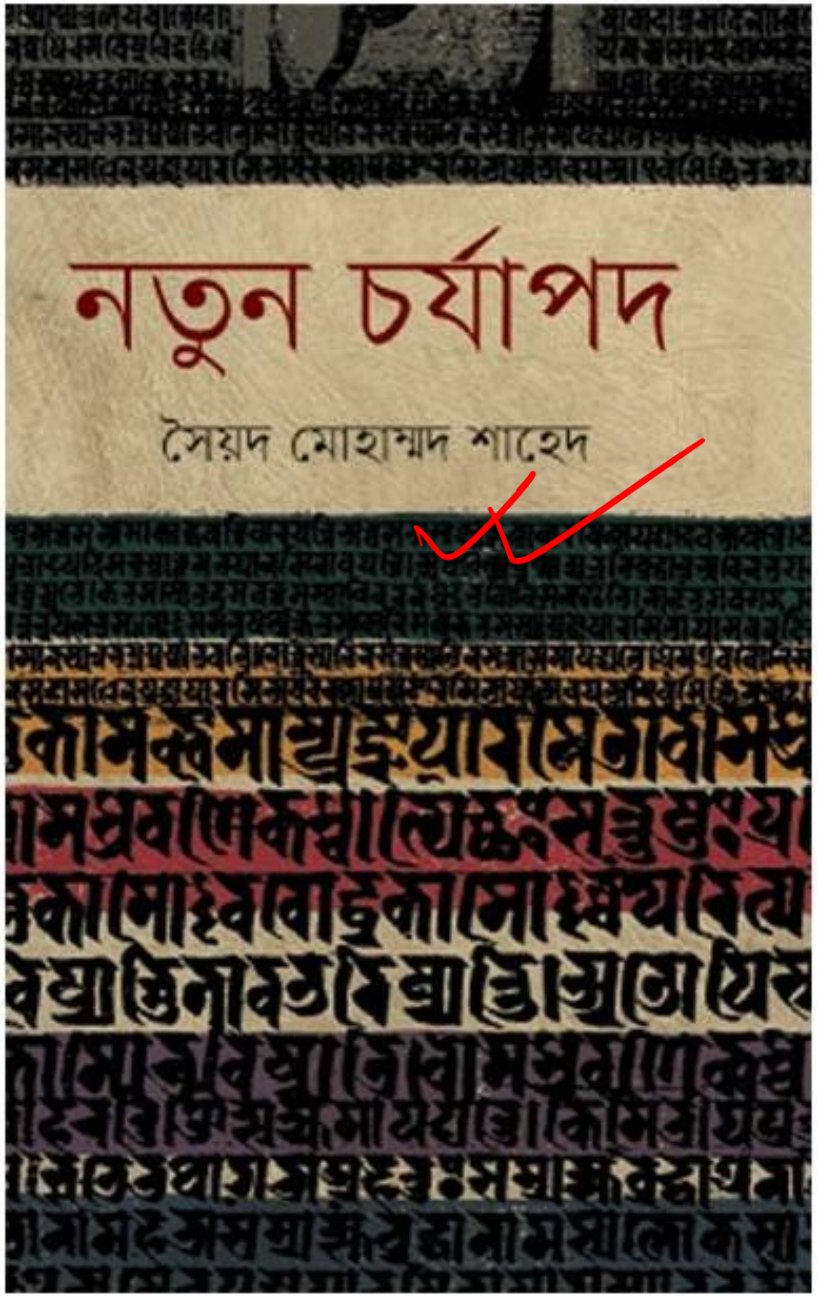

নতুন চর্যাপদ

- চর্যাপদ প্রকাশের পর গত ১০০ বছরে বাংলাদেশে ও দেশের বাইরে চর্যাপদ সংগ্রহ, সম্পাদনা ও তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। এ ধারায় সর্বশেষ কাজটি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ।

- ২০১৭ সালের একুশের বইমেলায় প্রকাশিত হয় তার বই 'নতুন চর্যাপদ'।

• চর্যাপদের খণ্ডিত পদগুলো তিব্বতি থেকে প্রাচীন বাংলায় রূপান্তর করেন- [৪৯তম বিসিএস]

A. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

B. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

C. রাজেন্দ্রলাল মিত্র

D. সুকুমার সেন ✓

• ‘লুই ভণই গুরু পুছিঅ জান’- এখানে ’ভণই’ শব্দের অর্থ কী? [৪৭তম বিসিএস]

A. বলে

B. ভাবে

C. চায়

D. দেখে

বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের সময়কাল- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ২৪]

A. ৪০০-৮০০ খ্রি.

B. ৫০০-১০০০ খ্রি.

C. ৭০০-১৪০০ খ্রি.

D. ৬৫০-১২০০ খ্রি.

চর্যাপদের কবিরা ছিলেন- [৪৬তম বিসিএস]

A. মহাযানী বৌদ্ধ

B. বজ্রযানী বৌদ্ধ

C. বাউল

D. সহজযানী বৌদ্ধ ✓

চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশ করেন কে? [৪৫তম বিসিএস]

A. প্রবোধচন্দ্র বাগচী

B. যতীন্দ্রমোহন বাগচী

C. প্রফুল্ল মোহন বাগচী

D. প্রণয়ভূষণ বাগচী

• কোন সাহিত্যেকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে? [৪২তম বিসিএস]

A. চর্যাপদ ✓

B. গীতগোবিন্দ

C. পদাবলি

D. চৈতন্যজীবনী

• **চর্যাপদের টীকাকারের নাম কী? [৪১তম বিসিএস]**

A. মীননাথ

B. প্রবোধচন্দ্র বাগচী

C. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

D. মুনিদত্ত

• **চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে? [৪০তম বিসিএস]**

A. খ্রিষ্টধর্ম

B. প্যাগনিজম

C. জৈনধর্ম

D. বৌদ্ধধর্ম

• **সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির? [৩৫তম বিসিএস]**

A. লুইপা

B. শবরপা

C. ভুসুকুপা

D. কাহ্নপা

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হয় কত সালে? [৩৪/৩০তম বিসিএস]

A. ২০০৭ সালে

B. ১৯০৭ সালে

C. ১৯১৬ সালে

D. ১৯০৯ সালে

• কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন? [৩০তম বিসিএস]

A. গোবিন্দদাস

B. কায়কোবাদ

C. ভুসুকুপা

D. কাহ্নপা

• **বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে? [২৯তম বিসিএস]**

A. কাহ্নপা

B. লুইপা

C. চেগুনপা

D. ভুসুকুপা

• **বাংলা ভাষার প্রথমকাব্য সংকলন চর্যাপদ এর আবিষ্কারক? [১৭তম বিসিএস]**

A. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

B. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

C. ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

D. ড. সুকুমার সেন

• হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম কোথা থেকে 'চর্যাপদ' আবিষ্কার করেন? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ২২]

A. চীনের রাজদরবার

B. নেপালের রাজদরবার

C. ভারতের গ্রন্থাগার

D. শ্রীলংকার গ্রন্থাগার

• **বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা সংকলন- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ১৩]**

A. চর্যাপদ

B. ঐতরেয় আরণ্যক

C. বৈষ্ণব পদাবলি

D. দোহাকোষ

• **বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কী?** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ০৬]

A. চর্যাপদ

B. বাউল সঙ্গীত

C. বৈষ্ণব পদাবলি

D. পাঁচালী সঙ্গীত

Thank You